

## পরিবর্তীত কংগ্রেস ভারতের ক্ষমতায় এবং বাংলাদেশের রাজনীতি ।

বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের একলা নীতি পরিহারের এবং মূল কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গ্রহণে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির ফলে দলত্যাগী নেতা-কর্মীদেরকে দলের প্রতি পুণঃ আকৃষ্ট করে। তাই কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ হতে সমর্থ হয়। ইতিপূর্বের শিথিল ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির উপর পুনর্বার জোড় দেয়ায় কংগ্রেস অন্যান্য ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠি ও মুসলিম ভোটারদেরকে আকৃষ্ট এবং সহানুভূতি পেতে সমর্থ হয়। জনমুখী অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতি কংগ্রেসের অঙ্গীকার মধ্যবিত্ত ও সাধারণ জনগণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের বিশ্বব্যাপক প্রতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ধ্বংসাত্মক নীতি দারিদ্র্যপীড়িত ভারতীয় জনগোষ্ঠির দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। তাই ধর্ম নিরপেক্ষ ও জনকল্যাণকর অর্থনীতি সংস্কারের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ বহুস্বর, বহুমত ও বহুগোষ্ঠির টানাপোড়নে আন্দোলিত এক শতাব্দী প্রাচীন দল কংগ্রেস সংগঠিত হয়ে পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পথে অগ্রসর হয়ে অবশেষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে এবং বামপন্থীদের সমর্থনে একটি জোট সরকার গড়ার প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

বিজেপি সরকারের অর্থনৈতিক উদারীকরণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলেও ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠিকে আর্কষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতি বছর ভারতে প্রায় এক কোটি যুবক চাকরির বাজারে প্রবেশ করছে। এমতাবস্থায় "ইন্ডিয়া সাইনিং" স্লোগান ছিল ১০০ কোটি জনগোষ্ঠির মধ্যে মাত্র ছোট একটি অংশের মনের কথা। শহর ও গ্রামের বৈষম্য ছিল এক বিরাট সমস্যা। এই কারণে গ্রামীণ বিশাল জনগোষ্ঠি বিজেপিকে ক্ষমতায় বহাল রাখতে চায়নি। তাছাড়া সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে বিদেশিনী প্রচারের মাধ্যমে বিজেপি জনগণকে বিভ্রান্ত করতে ব্যর্থ হয়। তাই ভারতের ৬৭ কোটি ভোটারের মধ্যে ৩৫ কোটিরও বেশি ভোটার নিজেদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি না দিয়ে এবং আকর্ষণীয় স্লোগানে উন্মুদ্ব না হয়ে জীবন-জীবিকার ও জাতীয় ঐক্যের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে নাটকীয় ফলাফলের জন্ম দিয়েছে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে বিজেপি সরকারের শুধু পতনই ঘটেনি বরং লজ্জাজনক যবনিকাপাতও ঘটেছে তাদের। উগ্র হিন্দুদের হাতে গুজরাটের এক হাজারেরও বেশি মুসলমান নিহত হয়েছিল। সেখানে তারা নিজেদের অর্ধেক আসন হারিয়েছে। এই নির্বাচনের আর একটি বৈশিষ্ট হলো বামপন্থীদের ভারতীয় রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি হিসাবে উত্থান। তাই ভারতের আলোচ্য এই নির্বাচন ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য, হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগনের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। সোনিয়া গান্ধী যদি এই ম্যাডেট কাজে লাগান তাহলে ভারতীয় রাজনীতিতে সূচনা ঘটবে এক নবযুগের।

নির্বাচনে পরাজিত হয়ে বিজেপি জোট নতুন কুট কৌশল আরম্ভ করে। বিদেশে জন্ম গ্রহনকারী ভারতের প্রধান মন্ত্রী হওয়ার অযোগ্য তাই সোনিয়া গান্ধীর প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শপথ অনুষ্ঠান বর্জন, কোন কোন বিজেপি দলীয় সংসদ সদস্যের সদস্য পদ থেকে ইস্তেফা প্রদানের হুমকী, মাথার চুল কর্তন ও ভূমি শয্যা গ্রহণের মাধ্যমে পরাজিত বিজেপি জোট নতুন করে কংগ্রেস জোট বিরোধী আন্দোলনের কৌশল গ্রহণ করে। সোনিয়া গান্ধীকে বামপন্থীদের নিঃশর্ত সমর্থনে ভীত হিন্দুত্ববাদী বিজেপি জোট, তাদের সহযোগী ও সমর্থক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে শেয়ার বাজারের পতন ঘটায়। ফলে বিশ্বব্যাপক ও যুক্তরাষ্ট্র সোনিয়া গান্ধীর ব্যাপারে সন্ধিহান হয়ে উঠে। সোনিয়া গান্ধী বিষয়টি আঁচ করতে পেরে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণে অসম্মতি জানানিয়ে উক্ত

পদের জন্য আই এম এফ এর ভূতপূর্ব কর্মকর্তা এবং অর্থনীতি উদরীকরনের পক্ষপাতি মনমোহন সিং এর নাম সুপারিশ করে বিজেপি জোটের আন্দোলন অন্ধুরে নষ্ট এবং বিশ্বব্যাপক ও যুক্তরাষ্ট্রকে যথাযথ জবাব প্রদান করলেন এবং ভারতীয় জনগনের কাছে নিজের গ্রহনযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি করলেন। ইন্দিরা গান্ধীর মত সোনিয়া গান্ধীও ভারতের রাজনীতিতে কিং মেকার হিসাবে আবির্ভূত হয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর মত কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থান নিলেন।

ভারতের রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তি হিসাবে বামপন্থীদের আবির্ভাব ঘটলেও, তারা ভারতের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে উঠে আসতে পারেনি। তাই তাদেরকে আরো কিছু দিন কংগ্রেসের মত ধর্ম নিরপেক্ষ এবং উদার লিবার্যাল ডেমক্রেট শক্তির সহায়ক হিসাবে কাজ করে যেতে হবে এবং অর্থনীতিকে জন কল্যানমুখীকরণের লক্ষ্যে কংগ্রেসের উপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিকে আরো দুর্বল করার লক্ষ্যে কংগ্রেসকে আরো উৎসাহিত করতে হবে। কংগ্রেস মন্ত্রী সভায় বামদের যোগদান না করার সিদ্ধান্তটি যথোপযুক্ত হয়েছে। কারণ রাজ্য পর্যায় বামদেরকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনীতি করতে হয় এবং কেন্দ্রের বড় শরিক কংগ্রেস মন্ত্রী সভার বেশ কিছু সিদ্ধান্ত বাম রাজনীতির বিপক্ষে যাবে তাই বামদেরকে মাঠ পর্যায় আন্দোলনে যেতে হবে। ছোট শরিক হিসাবে বামেরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় থাকলে তখন উক্ত আন্দোলন প্রশ্রয়ানুভবিত হবে এবং আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মনোস্তান্তিক ভাবে উপমহাদেশের মানুষ অভিন্ন। ভারতের ভোটেরা নিরব যে বিপ্লবটি ঘটালেন, তা বাংলাদেশে ঘটান উজ্জ্বল সম্ভাবনা। জাতীয়তাবাদের নামে ভারত বিরোধিতা এবং গোপনে ভারতের শাসক ও ব্যবসায়ীশ্রেণীর সাথে মিতালি জনগনের দৃষ্টি থেকে লুকানো যায় না। মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে সম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দুই-একবার ভোটে জয়যুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু বারবার ভোটেরদেরকে প্রতারিত করা যায় না, যার প্রমাণ আমরা তদকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দেখেছি। ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সাথে জোট বেঁধে চিরকাল পার পাওয়া যায় না। হিন্দুত্বের জয়ধ্বনি দিয়ে ভারতের জনগণকে ৫ বছরের বেশি নেশাগ্রস্ত করে রাখা সম্ভব হয়নি। তেমনি ইসলাম ধর্ম দিয়া পেটের ক্ষুধা দূর করা যায় না। বাংলাদেশের জনগণ চায় তাদের ভাত, কাপড়, বাসস্থান ও জীবিকার সমস্যার সমাধান। তারা বাস করতে চায় সন্ত্রাসমুক্ত সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে। পেটের ক্ষুধা ধর্মের বানী শুনে না, মান্তানের রক্ত চোখকে ভয় করে না, বুলেটের সামনে যেতে ভীত হয় না। তাই "ভাত নাই/মানচিত্র খাই" বাংলাদেশের কবিতায় চলে আসে।